বাৰ্ষিক চাঁদা—৩৲
প্রতি সংখ্যা—৵০

Regd. No. C.—1356

পাক্ষিক

আহমদী

একাদশ বর্ষ

৫ম ~~চতুর্থ~~ সংখ্যা

১৫ই মাহে আমান—১৩২০ হিঃ, শঃ] —— [১৫ই মার্চ্চ, ১৯৪১ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم—نحمده و نصلى على رسوله الكريم *

هو الناصر

শান্তির উপায় *

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ ছানি (আইঃ)

(আহমদীয়া সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান নেতা)

জগতে শান্তি স্থাপনের সমস্যা এত জটিল এবং এবিষয়টি এত বিস্তৃত যে, বিশ্ব-শান্তি সংক্রান্ত কেবল মূল নীতিগুলি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করাই এস্থলে আমার পক্ষে সম্ভবপর।

শান্তি আমাদের প্রত্যেকেরই কাম্য। ব্যক্তি ও সমষ্টি, দরিদ্র ও ধনী, বনিক ও শ্রমিক, সভ্য ও অসভ্য সকলের নিকটই ইহা অতি আদরনীয়। জগৎ বহু প্রাচীন কাল হইতে শান্তি লাভের প্রয়াস করিয়া আসিতেছে। বাহিরের শান্তি (external peace) লাভের যখন কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় না, বা বাহিরের শান্তি যখন নষ্ট হইয়া যায় তখন দুনিয়া আভ্যন্তরীন (internal peace) বা মনের শান্তির জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা আরম্ভ করে।

ক্রোড়পতি, ভৃত্য, দার্শনিক এবং রাজনীতিবিদ সকলেই আভ্যন্তরীন শান্তির কথা তাহাদের নিজ নিজ প্রাইভেট সভা-সমিতিতে আলোচনা করিয়া থাকে। External peace বা বাহিরের শান্তি সম্বন্ধে তাহারা অনেকটা বেপরওয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের নিজেদের মনে কোন শান্তি নাই, কোন তৃপ্তি নাই, কোন প্রকৃত সন্তোষ বা সুখ নাই ভাবিয়া তাহারা ব্যাকুল হয়। শান্তি বাহিরেও চাই, ভিতরেও চাই; এবং খাটি কথা এই যে, বাহিরের শান্তি কোন কাজেই আসে না, যদি সঙ্গে সঙ্গে মনেও শান্তি লাভ না হয়। প্রকৃত শান্তি বাহিরকারও হইবে, ভিতরকারও হইবে। আমরা দেখিতে পাই, মানুষ শান্তি চায় কিন্তু তাহা পায় না।

বৈষম্য ও তাহা দূরীকরণের উপায়

ইহার কারণ বেশী দূরে নয়। জগতে এত জাতি-বৈষম্য ও স্বার্থ-বৈষম্য রহিয়াছে যে, শান্তির সমস্যা কোন একটি মাত্র নীতি দ্বারা মীমাংসিত না হইলে প্রত্যেকেই সন্তুষ্ট ও সুখী হইতে পারে না। জগৎ বৈষম্যে ভরা। মানুষের পরস্পরের স্বভাবে, উদ্দেশ্যে, আকাঙ্খায়, অভাব-অভিযোগ এবং লোভ লালসায় বৈষম্য রহিয়াছে। এতগুলি বৈষম্য বিদ্যমান থাকা অবস্থায় প্রকৃত শান্তি কেমন করিয়া লাভ হইতে পারে? এই অসীম বৈষম্যের ভিতর দিয়া শান্তি তখনই লাভ হইতে পারে যখন সমস্ত মানুষ সেই এক অস্তিত্বের নিকট আত্ম-সমর্পণ করে যিনি শান্তি প্রদান করিতে একান্ত ইচ্ছুক।

একটি দৃষ্টান্ত

পরিবারের ছেলেদের পারস্পারিক ঝগড়ায় এবিষয়টির একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পিতামাতার অবর্ত্তমানে সন্তানগণ ঝগড়া করিতে থাকে, কিন্তু পিতামাতা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেই তাহাদের সকল বিবাদ দূর হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, পিতামাতা সন্তানদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। সুতরাং প্রকৃত শান্তি তখনি লাভ হইতে পারে যখন এরূপ এক ঐশী-অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকেন যিনি শান্তি ভালবাসেন এবং বিশ্ব-শান্তি সংক্রান্ত আইন-কানুন প্রবর্ত্তন করিয়া শান্তি স্থাপন করিতে প্রস্তুত। অতএব কেবল সেই ব্যক্তিই প্রকৃত শান্তিদাতা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন যিনি মানব-জাতিকে সেই অস্তিত্বের দিকে আহ্বান করেন। যে মহামানব জগদ্বাসীকে সেই প্রকৃত শান্তি দানকারী ঐশী অস্তিত্বের দিকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনি হইলেন—হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)। হজরত মোহাম্মদই (ছাঃ) সর্ব্বপ্রথম জগদ্বাসীর নিকট প্রচার করিলেন যে, সর্ব্ব-শক্তিমান খোদা কেবল নিয়তি বা Providence নহেন। তিনি শান্তিস্থাপকও বটেন।

কোরান-করীম বলে, খোদা আস্-সালাম বা শান্তি-প্রদাতা এবং সর্ব্ব-সুখের উৎস। শান্তি-প্রিয় পিতামাতা যেমন নিজ সন্তানদের মধ্যে ঝগড়া পছন্দ করেন না, শান্ত ছেলেকে ভালবাসেন এবং ঝগড়াটে ছেলেকে শাস্তি দেন, তেমনি আমাদের উপরেও এক ঐশী অস্তিত্ব আছেন যিনি আমাদের অভাব-অভিযোগ ও আশা-আকাঙ্খার বৈষম্যের কথা জ্ঞাত আছেন, কিন্তু আমাদের

* নবী দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম।

মধ্যে যাহারা জগতের শান্তির অন্তরায় তাহাদিগকে তিনি ঘৃণা করেন এবং যাহারা শান্ত ও অন্যায়ের প্রতিকার করিতে সাহায্য করেন তাহাদিগকে তিনি ভালবাসেন।

ইহা অতি সাধারণ কথা যে, কেবল শান্তির আকাঙ্খাই জগতে শান্তি আনয়ন করিতে পারে না। সাধারণতঃ মানুষ কেবল নিজের জন্যই শান্তি চায়, পরের জন্য চায় না। কেহই তাহার শত্রুকে সুস্থ, সম্পদশালী ও শক্তিশালী হইতে কামনা করিতে পারে না। সে যখন বলে যে, স্বাস্থ্য, সম্পদ ও শক্তি অতি আদরণীয় জিনিষ তখন সে এই অর্থেই বলে যে, এইগুলি তাহার নিজের জন্য হইলেই আদরণীয়, কিন্তু তাহার শত্রুর জন্য নয়। শান্তির জন্য ঐকান্তিক আগ্রহও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। কারণ সকল জাতিই তাহাদের নিজেদের জন্যই শান্তি চায়, তাহাদের শত্রুদের জন্য নয়। প্রত্যেক জাতিই অপর জাতিকে মারিয়া শান্তি চায়। এই নীতি কার্য্যে পরিণত হইলে প্রকৃত ও সার্ব্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইহাতে কেবল অস্থায়ী ও এক-পক্ষীয় শান্তিই লাভ হইতে পারে। প্রকৃত, সার্ব্বজনীন শান্তি তখনি লাভ হইতে পরে যখন মানুষ বিশ্বাস করে যে, আমাদের সকলের উপরে এক স্বর্গীয় অস্তিত্ব বিদ্যমান আছেন, তিনি কেবল আমাদের ব্যক্তি-বিশেষের, জাতি-বিশেষের বা দেশ-বিশেষের শান্তি চান না, বরং সকল দেশ ও সকল জাতির জন্যই শান্তি চান, এবং আমরা যদি কেবল আমাদের নিজেদের জাতির জন্যই শান্তি চাই তবে তিনি আমাদিগকে ভালবাসিবেন না বা আমাদিগকে তাঁহার অনুগ্রহে অনুগৃহীত করিবেন না। মানব-হৃদয়ে কেবল এই বিশ্বাস জাগ্রত করিয়াই প্রকৃত ও চির-স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ইসলামের পবিত্র নবী হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) মানব-হৃদয়ে এক শান্তি-প্রিয় খোদার বিশ্বাস জন্মাইয়া মানুষের ইচ্ছাকে পবিত্র করিয়াছেন।

এক খোদায় বিশ্বাস

সদিচ্ছা হইতে সৎকর্ম্ম প্রসূত হয়। জগতের বড় বড় শক্তি সমূহের এবং তাহাদের রাজনীতিকগণের ক্রমাগত চেষ্টা সত্বেও জগতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না, তাহার কারণ এই যে, তাহারা যাহা প্রচার করে তাহা কার্য্যতঃ নিজেরা করে না। তাহাদের কথায় আন্তরিকতা বা সততা নাই। অন্য জাতি আক্রমণ করিলে তাহারা আক্রমণকে নিন্দা করে কিন্তু নিজেদের স্বার্থ বিপন্ন হইলে তাহারা নিজেরাই যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হয় এবং নানা যুক্তি দ্বারা যুদ্ধকে সমর্থন করে। এই ঘৃণ্য মানসিক ব্যাধির একমাত্র ঔষধ হইল—এক শান্তিপ্রিয় খোদার বিশ্বাস। এক খোদায় বিশ্বাস স্থাপন করিলে তাহাদের মন হইতে স্বার্থপরতা বিদূরীত হইবে এবং তাহাদের লোভ শীঘ্রই লোপ পাইবে, তাহাদের মন বড় হইবে এবং চিত্ত উদার হইবে। তখন তাহারা কেবল নিজেদের মঙ্গলই চাহিবে না, অপর জাতির মঙ্গলও চাহিবে। এই বিশ্বাসের ফলে এক সর্ব্বশক্তিমান অস্তিত্বের অভিসম্পাতের ভয়ে মানুষ অন্যের স্বার্থ পদদলিত করিতে বিরত থাকিবে। একটি ছেলে তাহার ছোট ভাইয়ের খেলনাটি ছিনাইয়া লইয়া নিজের জন্য শান্তি ও সুখ লাভ করে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার ভাইয়ের শান্তি ও সুখ বিনষ্ট করে। তাহাদের পিতামাতা কি এই অন্যায় খেলা চলিতে দিবেন? নিশ্চয়ই না। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ উৎপীড়িত ভাইটিকে তাহার খেলনা দেওয়াইয়া দিবেন এবং উৎপীড়ন-কারী ভাইকে শাস্তি দিবেন।

অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া যে-শান্তি লাভ হয় তাহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। অপরের স্বার্থের প্রতি যথোচিত খেয়াল রাখিয়াই সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তদ্রূপ এক সর্ব্বশক্তিমান শান্তিদাতার অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস না করিয়াও প্রকৃত শান্তি ও সুখ লাভ হইতে পারে না। ইসলামই একমাত্র ধর্ম্ম যাহা জগতে এই শিক্ষা প্রচার করিয়াছে যে, খোদা শান্তির উৎস।

স্বর্গীয় শান্তির বাণী

দ্বিতীয় জিনিষ হইল সেই বাণী যাহা সেই স্বর্গীয় অস্তিত্ব মানবকে শান্তি লাভ করিবার জন্য দিয়াছেন। মানুষের-গড়া আইন শান্তি রক্ষা করিতে পারে না এবং কেবল শান্তির আকাঙ্খাই শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। কেবল এক জীবন্ত খোদাই স্বার্থপর মানবকে শান্তির পথ শিক্ষা দিতে পারেন। কোন বন্ধুর মর্‌জি না জানা পর্য্যন্ত তাহাকে আমরা খুসী করিতে পারি না। আমাদের প্রকৃত শান্তি ও সুখ লাভের প্রচেষ্টায় সেই সর্ব্বজ্ঞ খোদার পথ-প্রদর্শন অত্যাবশ্যকীয়। কোরান-করীম মানবের এই স্বাভাবিক আকাঙ্খাও পূর্ণ করিয়াছে। কোরান বলে—

"শান্তিপ্রিয় খোদা জগতে একটি শান্তি-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া তাঁহার শান্তির আকাঙ্খা পূর্ণ করিয়াছেন।"

"পবিত্র মক্কাকে জগতের শান্তির শিক্ষাকেন্দ্র করা হইয়াছে। জগতের বিভিন্ন স্থান হইতে মানব তথায় সমবেত হইয়া শান্তির শিক্ষা অধ্যয়ন করিবে।"

এখন দেখা যাউক, বিশ্ব-শান্তি স্থাপন সম্পর্কে এই শিক্ষা-কেন্দ্রের কোর্স বা পাঠ্য তালিকা কি। হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) খোদার নিকট হইতে বাণী প্রাপ্ত হইয়া জগতের সম্মুখে বিশ্বশান্তি সম্বন্ধে যে পাঠ্য-তালিকা পেশ করিয়াছেন, তাহা হইল এই :—

"হে মানবগণ! তোমরা অন্ধকারে ছিলে, এবং তোমাদের খোদাকে সন্তুষ্ট করার পথ তোমরা জানিতে না। অতএব আমরা (অর্থাৎ, খোদা) তোমাদের জন্য এক শিক্ষাগার খুলিয়াছি এবং একজন মহা শিক্ষক প্রেরণ করিয়াছি এবং তোমাদের জন্য এক পাঠ্যতালিকা নির্দ্ধারিত করিয়াছি।" (কোরান)

এই মহা শিক্ষক হইলেন—হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এবং কোর্স বা পাঠ্য তালিকা হইল—কোরান। যাহারা এই শিক্ষাগারে ভর্ত্তি হইবে এবং মনোযোগের সহিত ইহার শিক্ষা শুনিবে তাহারা চির-শান্তির এক দুর্ভেদ্য দুর্গে প্রবেশ করিবে।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কাহারা এই ইসলামী শান্তি লাভ করিবে? সর্ব্বশক্তিমান খোদা এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন—

"সকল প্রশংসার অধিকারী সেই আল্লাহ যিনি জগতে শান্তি স্থাপন করিলেন এবং মানবের ভয় বিদূরীত করিলেন। এই

শান্তি কেবল সেই সকল লোকদিগকেই প্রদান করা হইবে যাহারা খোদার খাটি দাস হইবে এবং তাঁহার ইচ্ছায় নিজদিগকে বিলীন করিবে।"

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে—খোদা যদি 'আস্-সালাম' বা শান্তি-প্রদাতা হইয়া থাকেন, তবে তিনি সকলকেই শান্তি দিবেন, কেননা, যে-শান্তি কেবল নিজ প্রিয়জনদের উপরই বর্ষিত হয় তাহা কখনো চিরস্থায়ী হইতে পারে না। এ প্রশ্নের উত্তরে খোদাতা'লা বলেন :—

"ইসলামের নবী এমন এক শিক্ষা আনয়ন করিয়াছেন যাহা সকলের জন্য শান্তির উৎস। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, মানুষ ইহার মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না এবং ইহাকে বল-প্রয়োগে দমন করিয়া রাখিতে চায়। এমন কি, তাহারা এই শান্তির যুবরাজকে যিনি তাহাদের সকলকে শান্তি দিতে চাহিয়াছিলেন, নিহত করিতে পর্য্যন্ত উদ্যত হইয়াছিল। হে নবী! তাহাদিগকে উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর, কিন্তু তাহাদের মধ্যে শান্তি প্রচার করিতে থাক, যে-পর্য্যন্ত-না, তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে যে, ইসলাম সমস্ত জগতের জন্য শান্তির ধর্ম্ম।"

আর একটি প্রশ্ন এই যে, এই শান্তি কি ক্ষণস্থায়ী না চিরস্থায়ী? কোন কোন শান্তি ক্ষণস্থায়ী হয়, এবং তাহা অশান্তি, বিবাদ ও বিশৃঙ্খলার অগ্রদূত হয়।

কোরান বলে :—

"পবিত্র নবী মোহাম্মদ যে-শান্তি দিতে চায় তাহা কেবল ইহ-জীবনের নয়, বরং পরকালেরও; এই শান্তি মৃত্যুর পরপারের জীবনেও বিস্তার লাভ করিবে, ইহাতে কোন বিঘ্ন ঘটবে না।

শান্তি-প্রতিষ্ঠার দুইটি মূল-নীতি

এখন চিন্তা করিয়া দেখা যাউক, প্রকৃত শান্তি স্থাপনের উপায় কি। কোরান আমাদিগকে এ বিষয়েও পথ-প্রদর্শন করে। রসুল বলেন :—

"যাহাদিগকে তোমরা এক অদ্বিতীয় খোদার অংশী করিয়াছ, তাহারা কেমন করিয়া আমার মনের শান্তি ভঙ্গ করিবে? তোমরা তো চতুর্দ্দিকে বিপদরাশি বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও এক মিথ্যা মনের শান্তি লাভ করিতেছ। তোমরা যখন অন্ধকারে থাকিয়াও নিজের মনগড়া এক শান্তি উপভোগ করিতেছ, এমতাবস্থায় আমি পূর্ণ তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করা সত্ত্বেও কেমন করিয়া প্রকৃত শান্তি হইতে বঞ্চিত থাকিব? এই যুক্তিটি একটু ভাবিয়া দেখ এবং কে নিরাপদ, বল।" (কোরান)

উপরোক্ত বাক্যে খোদাতা'লা জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার দুইটি মূল নীতি বর্ণনা করিয়াছেন।

(১) প্রকৃত একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত না করা পর্য্যন্ত প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যত দিন জগতে মত-বৈষম্য, ইচ্ছা, আকাঙ্খা ও বিশ্বাস ইত্যাদির বৈষম্য বিদ্যমান থাকিবে ততদিন যুদ্ধ চলিবে। **সত্যিকারের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব** ছাড়া সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, এবং **সত্যিকারের একেশ্বরবাদ** ছাড়া সত্যিকারের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইসলামের শত্রুগণও স্বীকার করে যে, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের যে শিক্ষা প্রচার ও পালন করিয়াছেন তাহা জগতের আর কোনও ধর্ম্মে দেখা যায় না। হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বকে একটা পৃথক বিষয় রূপে প্রচার করেন নাই; ইহা প্রকৃত পক্ষে, সত্যিকারের একেশ্বরবাদেরই আনুসঙ্গিক ফল।

মোসলমানকে দৈনিক প্রায় চল্লিশ বার আওড়াইতে হয় :—

"সকল প্রশংসায় অধিকারী আল্লাহ যিনি বিশ্বের রাব্ (সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষা-কর্ত্তা ও পালন-কর্ত্তা)—খৃষ্টানদের রাব্, হিন্দুদের রাব্, ইহুদীদের এবং অন্যান্য সকল সম্প্রদায়েরই রাব্।"

অতএব কোন প্রকৃত মোসলমান অপর সম্প্রদায়, জাতি, দেশ বা ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোনরূপ হিংসা বা দ্বেষ পোষণ করিতে পারেন না, কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর কেবল মোসলমানদেরই ঈশ্বর নন, তিনি অন্যান্য সম্প্রদায়েরও ঈশ্বর।

(২) বিশ্ব-শান্তির দ্বিতীয় নীতি যাহা উপরুক্ত বাণীতে বর্ণিত হইয়াছে তাহা হইল এই যে, মানুষ তাহার **প্রকৃতি এবং পবিত্র বিবেকের আজ্ঞা পালন** না করা পর্য্যন্ত প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। মানুষ যখন প্রাকৃতিক ধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া কিংবদন্তী, আচার, সংস্কার ও বর্ণ পূজা আরম্ভ করে তখনি শান্তি ভঙ্গ হয়। মানুষ যদি তাদের প্রাকৃতিক এবং স্বাভাবিক আকাঙ্খা-সমূহকে আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিত তবে জগতে কোন যুদ্ধ হইত না।

হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) বলেন—"ইসলাম মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।" স্বাভাবিক ধর্ম্মই জগতে শান্তি স্থাপন করিতে পারে। মানুষ এমন কোন শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে না যাহার অনুরূপ আকাঙ্খা সে তাহার প্রকৃতিতে পায় না। মানুষ যদি তাহার প্রকৃতিকে গভীর ভাবে তলাইয়া দেখে তবে সে বুঝিতে পারিবে যে, হজরত মোহাম্মদের (ছাঃ) নিকট যে-শিক্ষা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাই প্রকৃত শিক্ষা এবং এই শিক্ষাই সমস্ত মানবমণ্ডলীকে এক কেন্দ্রে সমবেত করিতে পারে এবং জগতে শান্তি স্থাপন করিতে পারে।

যুদ্ধের আবশ্যক

সর্ব্বশেষে আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে, যুদ্ধ কি সর্ব্বাবস্থায়ই নিন্দনীয়? ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, খোদা হইলেন শান্তি-প্রদাতা এবং মোহাম্মদ (ছাঃ) হইলেন শান্তির মহা শিক্ষক ও যুবরাজ। তিনি মক্কাতে বিশ্ব-শান্তির এক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন; তিনি বিশ্ব-শান্তি সম্বন্ধে এক কোর্স বা পাঠ্যতালিকা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ইসলামের শিক্ষা মানুষের স্বভাব এবং পবিত্র বিবেক অনুযায়ী। তবু কি ইহা সত্য নহে যে, যুদ্ধকে একেবারে বন্ধ দেওয়া যায় না? এই প্রশ্নের উত্তরে কোরান বলে যে, কখন কখন শান্তি ও চিন্তার স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য জগতে যুদ্ধের আবশ্যক হয়।

কোরান বলে :—

"শান্তি নিশ্চয়ই অতি মূল্যবান জিনিষ। মানুষ স্বভাবতঃই শান্তি ভালবাসে, কিন্তু কখন কখন স্বার্থপরতা তাহাকে এই প্রাকৃতিক আকাঙ্খা হইতে দূরে সড়াইয়া ফেলে।"

মানুষের ন্যায্য অভাব পূরণের জন্য জগতে বিস্তর সামগ্রী রহিয়াছে, কিন্তু তথাপি জগতের সর্ব্বস্বও মানুষের লোভকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। এই লোভই কখন কখন মানুষের বিবেকের ও ইচ্ছার স্বাধীনতার সঙ্গে লড়াই বাধায়। এরূপাবস্থায় শান্তি স্থাপনের উদ্দেশে এই লড়াই-সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কখন কখন যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হয়। এরূপাবস্থায় যুদ্ধ বারণ রাখিবার একমাত্র উপায় হইল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া। **দুর্ব্বলকে প্রবলের অত্যাচার হইতে রক্ষা করার জন্য কখন কখন তুমুল যুদ্ধ করিতে হয়।** এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য শান্তি ভাঙ্গ করা নয়, বরং শান্তি স্থাপন করা।

এই প্রয়োজনীয় যুদ্ধের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আমরা ডাক্তারের অপারেশনের ব্যাপারে পাই। কোন ব্যক্তির অঙ্গ যদি বিষাক্ত ও অবশ হইয়া পড়ে তখন সে ডাক্তারকে তাহা কাটিয়া ফেলিতে অনুরোধ করে এবং এই কাটিয়া ফেলার জন্য সে যে কেবল ডাক্তারের প্রতি কৃতজ্ঞই হয় তাহা নহে, বরং ডাক্তারকে ফিসও দেয়। জগতে কখন কখন এরূপ ব্যক্তি দেখা দেয় যাহার মস্তিষ্কে কেনসার সেল থাকে এবং এই সকল সেলকে অপারেশন করিয়া বাহির করিতে হয় যেন এই ব্যাধি সমাজের অন্য লোকের মধ্যে ছড়াইতে না পারে। কর্ত্তৃপক্ষ যেমন কখন কখন পুলিশকে উত্তেজিত জনতার উপর গুলি চালাইতে আদেশ করে, তদ্রূপ খোদাতা'লাও কখন কখন তাঁহার দাসদিগকে বল-প্রয়োগে অত্যাচার দমন করিতে আদেশ দেন এবং বল-প্রয়োগের ফলে সমস্ত জগতে অশান্তি ও উপদ্রবের বিস্তার প্রতিহত হয়।

এক জাতি অপর জাতির উপর অন্যায় আক্রমণ করিয়া উহাকে ধ্বংস করিয়া শান্তি উপভোগ করে খোদা ইহা পছন্দ করেন না। ঈদৃশ অন্যায় আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে সেই অন্যায় আক্রমণকারীর শান্তি বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে একটি বৃহত্তর অন্যায়কে প্রতিরোধ করার উদ্দেশে একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অন্যায় করা প্রয়োজনীয়। অন্যায় আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে সমাজের যে-উপকার হইবে তাহা যদি সেই যুদ্ধ দ্বারা আক্রমণকারীর যে ক্ষতি হইবে সেই ক্ষতির তুলনায় বৃহত্তর হয়, তবে এরূপ ক্ষেত্রে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশে তুমুল যুদ্ধ করা আবশ্যক। এরূপ ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী অন্যায়াচরণের ভীতি হইতে এবং বিশ্ব-শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা হইতে মানুষকে মুক্তি দিবার জন্য কখন কখন অন্যায়াচরণকারীকে সমূলে ধ্বংস করাও সঙ্গত হইবে।

বিশ্ব-শান্তি সংক্রান্ত ইসলামের শিক্ষার ইহা মাত্র সংক্ষিপ্ত আলোচনা। হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) কেমন করিয়া জগতে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং অশান্তি ও বিবাদের মূল কেমন করিয়া উৎপাটীত করিয়াছিলেন তাহা মোট-মোটি ভাবে আমি আপনাদিগকে বলিয়াছি। যাহাহউক, ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, তিনি নিঃসন্দেহে জগতের শ্রেষ্ঠতম কল্যাণকারী ছিলেন। তিনি আমাদের সকলের জন্যই এক আশীষ ছিলেন এবং মানব-জাতির জন্য এক বর ছিলেন। আজ তাঁহার উপর খোদার আশীষ প্রার্থনা করিতে আমরা আনন্দ অনুভব করি।

ইসলাম শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দ্বারা অন্যায়ের প্রতিকার কল্পে সংগ্রাম করে এবং সকল প্রকার অন্যায় আক্রমণকে নিন্দা করে।

ডাক বিভাগের ডায়রেক্টর জেনারেল

এবং

সার ফ্রেডারিক জেমস্ এম-এল-এ

কাদিয়ানে

২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১, প্রাতে, সার বোয়ার—ডায়রেক্টর জেনারেল অব পোষ্ট অফিস, সার ফ্রেডারিক জেমস্ এম-এল-এ লেডি জেমস সহ এবং মিষ্টার জেইন—সুপারেন্টেণ্ডেণ্ট অব পোষ্ট অফিস, গুরুদাসপুর, কাদিয়ানে আগমন করেন। ষ্টেশনে অনারেবল চৌধুরী সার মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ খাঁ, খান সাহেব মৌলবী ফরজন্দ আলী সাহেব—সদর আঞ্জোমনে আহমদীয়ার অর্থ সচিব, মৌলবী আবদুর রহীম দরদ এম-এ—ভূতপূর্ব্ব লণ্ডন মিশনারী এবং হজরত মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব—সদর আঞ্জোমনে আহমদীয়ার 'জিয়াফত' বা অতিথি সৎকার বিভাগের সেক্রেটারী প্রমুখ সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। অতঃপর চৌধুরী সার মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ খাঁ এবং খান সাহেব মৌলবী ফরজন্দ আলী সাহেবের সঙ্গে তাঁহারা কাদিয়ানের শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ, হাই স্কুল, তহরিক-জদীদ বা নব-পরিকল্পনার বোর্ডিং, হাসপাতাল, গার্লস্ হাই স্কুল ও সদর আঞ্জোমনে আহমদীয়ার সেক্রেটারীদের দফতর বা অফিস সমূহ পরিদর্শন করেন এবং মিনারাতুল-মসিহর উপর উঠিয়া চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দর্শন করেন। অতঃপর আনারেবল চৌধুরী সার মোহাম্মদ জাফরউল্লা খাঁ সাহেবের কোঠি বয়তুজ্-জাফর-এ হজরত আমিরুল-মোমেনীন (আইঃ) ও আরো কতিপয় মহোদয় সহ ডিনার ভোজন করেন। অপরাহ্নে কাদিয়ানের পোষ্ট অফিস পরিদর্শন করেন।

ইস্‌লাম ও পবিত্রতা

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ (আইঃ)

(অনুবাদক—মিঃ আহ্‌ছান উল্লা চৌধুরী)

'মৌখিক বিশ্বাসই যথেষ্ট নহে। বিশ্বাসের সম্পূর্ণ উপকারিতা তখনই উপভোগ করা যায় যদি ইহার অধিনস্থ আইনকানুন মানিয়া চলা যায়। যদি কোন গৃহের কেবল তিন দিকে দেওয়াল দেওয়া হয় তবে তাহা পূর্ণ গৃহ হইবে না। ঝড়-ঝাপ্টা কিম্বা চোর ডাকাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে ইহার চতুর্থ দেওয়াল দিতেই হইবে।'

'হজরত রসুলে করিমের (সাঃ) সাহাবিগণ (সহচরগণ) তাঁহার উপদেশবাণী—তাহা অতি সামান্য বিষয় সম্বন্ধে হইলেও, তাঁহারা তাহা মানিয়া চলিতেন। তাঁহার ব্যবহারিক জীবনের সাধারণ বিষয়গুলিও তাঁহারা যথেষ্ট মনে করিয়া স্বীয় জীবনে তাহা পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু আজকাল তাহার বিপরীত। লোকে গুরুতর বিষয়ও উপেক্ষা করিয়া থাকে। আজকাল লোকে আদেশ উপদেশ আপদ মনে করিয়া থাকে এবং তাহা এড়াইতে চেষ্টা করে ; কিন্তু সাহাবিগণ সামান্য বিষয়েও রসুলে করীমের (সাঃ) আদেশ পালনে সতত যত্নবান থাকিতেন। পরবর্ত্তী সময়ের মোসলমানগণ সাহাবিগণের মত আঁ-হজরতের (সাঃ) আদেশ পালনে সেইরূপ যত্নবান থাকে নাই। সাহাবিগণ আঁ-হজরতের (সাঃ) উপদেশ পালনই তাঁহাদের পরিত্রাণের উপায় বলিয়া শিরোধার্য্য করিতেন। তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তিতার বিষয়ে অসংখ্য ঘটনা হাদিসে লিপিবদ্ধ আছে। যাহাহউক হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) সামান্য সামান্য আদেশেও বিশিষ্ট হেকমত রহিয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মের আদেশ উপদেশাবলীর ভিতর হেকমত ও জ্ঞানের এত পরিচয় পাওয়া যায় না।'

'বর্ত্তমান জমানার মোসলমানগণ আঁ-হজরতের (সাঃ) যে সমস্ত শিক্ষা উপেক্ষা করিতেছে তন্মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অন্যতম। হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) শিক্ষা অনুযায়ী কোন সভায় উপস্থিত হইতে হইলে পরিষ্কার পোষাক পরিধান করিয়া আসিতে হইবে, সভাস্থল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। যদি সম্ভব হয় তবে সভায় উপস্থিত হইতে সুগন্ধি ব্যবহার করিয়া আসিতে হইবে। জোমার নমাজ উপলক্ষে মোসলমানগণ একত্র হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে তাহাদিগকে গোসল করা, পরিষ্কার কাপড় পরিয়া আসা এবং সম্ভব হইলে সুগন্ধি ব্যবহার করা উচিত। তদনুরূপ রসুল করীম (সাঃ) উপদেশ করিয়াছেন যে, কোন সম্মিলিত স্থানে উপস্থিত হইতে হইলে কোন তীব্র গন্ধযুক্ত জিনিষ—যেমন কাঁচা পেয়াজ, রসুন ইত্যাদি আহার করিয়া যাওয়া উচিত নহে। এই সব কারণ লক্ষ্য করিয়াই হয়ত হজরত রসুলে করীম (সাঃ) দিনে কয়েকবার মিস্‌ওয়াক করিতেন, যেন লোকদিগকে নানা বিষয়ে উপদেশ প্রদানকালে তাঁহার মুখ মোবারক হইতে কোন গন্ধ না আসে, এবং এই কারণে শ্রোতাদের কোনরূপ অসুবিধা না হয়। হজরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে দুর্গন্ধযুক্ত জিনিষের কারণে ফেরেস্তার (স্বর্গদূতের) কষ্ট হয়। ইহাতে সুন্দর হেকমত রহিয়াছে। ফেরেস্তা মানবের ন্যায় জড়দেহযুক্ত নহে, সুতরাং দুর্গন্ধযুক্ত জিনিষে তাহাদের কষ্ট হইবার কারণ কি? ইহার উত্তর এই যে ফেরেস্তা-তুল্য সৎ-চিত্ত পবিত্র লোকদিগের দুর্গন্ধবিশিষ্ট জিনিষের কারণে কষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার এইরূপ আদেশের উদ্দেশ্য এই যে, দুর্গন্ধের কারণে এইরূপ পবিত্র আত্মাদের যেন কষ্ট না হয়। কিন্তু বর্ত্তমান জমানার মোসলমানগণ হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) আদেশ উপেক্ষা করিয়া থাকে।'

'জলের স্বল্পতা সত্ত্বেও আরববাসিগণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে বড়ই যত্নবান ছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশের লোক এই বিষয়ে উদাসীন!

মস্‌জিদ এবং অন্যান্য উপসনাগার সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হজরত রসুলে করীম (সাঃ) বিশেষ তাকিদ করিয়াছেন। কারণ, যে ধর্ম্ম সাম্য ও সম্মিলনের উপর ভিত্তি স্থাপন করে এবং যাহার শিক্ষা মানবের সামাজিক জীবনের সহিতও বিশেষ সম্পর্ক রাখে, তাহাতে জলবায়ু স্বাস্থ্যোন্নতির বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য, নতুবা ইহার অনুসরণকারী কখনো উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হইতে সমর্থ হয় না।'

'তদনুরূপ হজরত রসুলে করীম (সাঃ) ইহাও শিক্ষা দিয়াছেন যে, যদি কেহ প্লেগ বা অন্য কোন মহামারী রোগে আক্রান্ত হয় তবে যেন সে অনাক্রান্ত স্থানে চলিয়া না যায়, তাহাতে এইরূপ রোগ ছড়াইয়া পড়ে ও অন্যান্য স্থান আক্রান্ত হয়।'

অবশেষে হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌ (আইঃ) উপদেশ দিয়াছেন, যেন সকলেই হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) আদেশাবলী কোনরূপ তারতম্য না করিয়া পালন করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় এবং তাহাতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের যে ভাণ্ডার রহিয়াছে তাহা হইতে তাহারা উপকৃত হয়। হজরত রসুলে করীম (সাঃ) যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সকলই জ্ঞানপূর্ণ—সকলেই তাহা অনুসরণ করিতে সক্ষম। বাস্তবতঃ যাহা কতক অসম্ভব বা পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হয়, তাহাও বর্ত্তমান জমানায় হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) সম্ভব প্রমাণিত করিয়াছেন এবং সকল প্রকারের বৈষম্য তিনি দূর করিয়া দিয়াছেন।

---

* বিগত ৭ই আমান বা ৭ই মার্চ্চ তারিখের প্রদত্ত খোৎবার সারমর্ম্ম।

রুহানী-রাজত্ব

তারপর আল্লাহ্‌র আজাবে পৃথিবী প্লাবিত হইতে লাগিল। আজাবের সীমা, সংখ্যা ও প্রকার-ভেদের অন্ত রহিল না। কোন আজাব আকাশ হইতে, (Phenomenal) কোন আজাব বায়ু হইতে, (Malarial) কোন আজাব মৃত্তিকা হইতে (Mineral and germinal) আবার কোন আজাব মানুষের মস্তিষ্ক হইতে (হিংসা-দ্বেষ) উদ্ভূত হইতে থাকিল। আল্লাহ্‌র বান্দাগণ মনুষ্যদিগকে শতবার সতর্ক করিতে লাগিল—পৃথিবীতে এক নবী আসিয়াছেন, তাঁহাকে তোমরা গ্রহণ কর তা না হইলে তোমাদের নিস্তার নাই।

তৎপর এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি (rationalist) মৃদু হাসিয়া আল্লাহ্‌র এক বান্দাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মানুষের মস্তিষ্ক-জাত আল্লাহ্‌র আজাব কি রকম? বান্দা প্রশান্ত চিত্তে মুখ তুলিয়া তাহার দিকে তাকাইল। তারপর দেখা গেল আকাশ হইতে এক ভীষণ অগ্নি-গোলার মত ভূ-করিয়া মাটীতে পড়িল। পরক্ষণেই দেখা গেল অদূরে এক আলীশান ইন্‌সিউরেন্স বিল্ডিং শকুনের বাসার মত লোহা-লক্কড়ের মস্ত এক স্তূপ। বুদ্ধিমান ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে এক দূর-বীক্ষণ-যন্ত্র (Opera glass) বাহির করিল এবং চোখে ধরিয়া চীৎকার করিল—Bomber Plane। বান্দা শান্ত ভাবে উত্তর করিল—"তায়রান্-আবাবীল"।

তারপর দ্বীনের খলিফা আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে একত্র করিয়া বলিলেন—আল্লাহর আজাব দিন দিন আরও ভয়ানক আকার ধারণ করিবে এবং যদি তোমরা এই ভাঙ্গা-গড়ার মুখে বাঁচিয়া থাকিয়া আল্লাহ্‌র পথের যাত্রীরূপে জয়ী হইতে চাও তাহা হইলে শক্তি-সঞ্চয় করিতে থাক।

তারপর এক আনছার স-সম্ভ্রমে আবেদন করিল—হুজুর! তদ্রূপ শক্তি-সঞ্চয়ের উপায় বলিয়া দিন। কেননা আমাদের হাতে বিজ্ঞান-দর্শনের ভারী ভারী বুদ্ধি-যন্ত্র কিছুই নাই। তৎপর দ্বীনের খলিফা সন্তুষ্ট চিত্তে বলিলেন—এই লও, এই উনিশটী শক্তি-বটিকা সেবন কর। তারপর দেখিতে পাইবে পৃথিবীর কোনও শক্তিই তোমাদের কাছে কার্য্যকরী হইবে না।

তারপর এক আনছার 'সারল্য' নামক এক শক্তি-বটিকা সেবন করিতে প্রস্তুত হইল। তখনই অপর এক আনছার কোরাণের দরছ শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল এবং বলিল, দোস্ত! সারল্য-বটিকা সেবন করায় সর্ত্ত-সমূহ স্মরণ রাখিতে হইবে। যথা এক-ব্যঞ্জন-অন্ন, স্বল্প-বস্ত্র, তামাসা-বর্জ্জন ইত্যাদি। বলিতে বলিতেই পাশের কামরা হইতে হো হো রবে হাসির শব্দ শোনা গেল। এক দল নব্য-আধুনিক ব্রীজ খেলায় নিমগ্ন ছিল। তাহারা ব্রীজ খেলা ভঙ্গ করিল তামাসা বর্জ্জনের ব্যাখ্যা করিতে আসিল।

তারপর তাহারা বলিতে আরম্ভ করিল—শোন আনছার দল! তোমরা স্বল্প-অন্ন-বস্ত্র ব্যবহারে দুর্ব্বল হইবে এবং সিনেমা বায়োস্কোপ বর্জ্জন করিয়া অজ্ঞানতার অন্ধকারের মধ্যে তিন শ বৎসর পেছনে পড়িয়া যাইবে। তখনই ওমর ফায়েক নামক এক অতি আধুনিক (ultra-modernist) সকলের কথা বন্ধ করিয়া King kong নামক আজগুবী বইয়ের আশ্চর্য্য চিত্র, দেখিতে দ্রুত চলিল। ওমর ফায়েক চক্ষু ও কর্ণ তৃপ্ত করিয়া বহু রাত্রে ঘরে ফিরিল।

পরদিন ওমর-ফায়েকের পিতার হাই-কোর্টে মোকদ্দমা। অনুপস্থিতে সম্পত্তি নীলামে চড়িবে! ঘরে বৃদ্ধা জননী বাতের যন্ত্রণায় অস্থির। স্ত্রীর সন্তান-প্রসবের পহেলা উপক্রম। খগেন্দ্র উকীল, মনিন্দ্র ডাক্তার, কাসেম মিঞা প্রভৃতি মাতব্বরগণ ভোর না হইতেই বাড়ীর দোয়ারে আসিয়া ওমর-ফায়েকের সম্মানিত গ্রেজুয়েটের (Hons. Graduate) বহুতর তারিফ করিয়া সে-দিনকার জমাট বাঁধা বিপদরাশি অনেক পরিমাণে হালকা করিতেছিল।

ইতিমধ্যে ছোট বোন আনওয়ারী 'কায়দার' কেতাব বন্ধ করিয়া ভাইয়াকে ঘুম হইতে জাগাইয়া বলিল—ভাইয়া, আম্মার সারারাত ঘুম হয় নাই। ওমর-ফায়েক গা হাত নাড়াচাড়া দিয়া চোখ ঘসিতে ঘসিতে আনওয়ারীকে এক থাপ্পরে কাঁদাইয়া দিল। তারপর ঘরেতে 'আজকার দিনের সুদীর্ঘ বিবরণ' অবগত হইয়া—আঃ! একটা অপ্রিয় নাটক (Unpleasant tragedy)—এই বলিয়া একটা চামড়ার ব্যাগ বগলে করিয়া ষ্টেশনের দিকে ছুটিল।

ওমর ফায়েক এক চোটে বোম্বাই পৌঁছিল এবং সহরের ছবিঘর গুলির অর্দ্ধেক দেখা শেষ না হইতেই পকেটের টাকা প্রায় শূন্য হইয়া আসিল। তারপর চাকুরীর উদ্দেশ্যে এক কোম্পানীতে Interview দিল। কোম্পানীর ম্যানেজার প্রশ্ন করিয়া ওমরের সোজাসোজি জওয়াব পাইল না, এবং ডাক্তারী-পরীক্ষার উপর একটু আশা দিয়া ওমরকে ফিরাইয়া দিল।

তারপর কোম্পানীর বড় ডাক্তার ওমরের শরীর-তত্ত্ব ও মন-স্তত্ত্বের পূর্ণ পরীক্ষা করিয়া মত প্রকাশ করিলেন। ওমর ফায়েকের দৃষ্টি-শক্তি ও শ্রবণ-শক্তির ঝিল্লির উপর অতি মাত্রায় চাপ (undu pressure) পড়িয়াছে এবং অতিরিক্ত মানসিক-শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় (emotional wastage) ওমর সামান্য কোন দায়ীত্বভার গ্রহণ করিবারও সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

অতঃপর ওমর নিরাশ চিত্তে সহরের এদিক-ওদিক বেড়াইতে বেড়াইতে সেই দেশেও অপর এক 'আনছারের' সাক্ষাৎ পাইল। তারপর একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ভাই আনছার, তোমার এই সামান্য আয় দ্বারা স্বাস্থ্য, সুখ, আরাম বাহাল রাখ কেমন করিয়া? আনছার উত্তর করিল, এক কথায় বলিতে গেলে, আমি সৃষ্টি-সংরক্ষণ বা রাব্বেল-আলামীন নীতি পালন করি। নবী এই নীতির প্রচারক। আমি আমার সকল ইন্দ্রিয় ও মানসিক বৃত্তিগুলির একই সময়ে সমভাবে পরিতুষ্টি সাধন করি। আমার শরীর বর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে আমার মানসিক

বৃত্তিগুলিও পরিপুষ্ট হইয়াছে। তারপর আল্লাহর নবীর নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুবর্ত্তিতার ফলে এবং আমার অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমার মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি-নিচয় বহুল পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য আমি অন্ধ-কুঠরীতে উদ্দেশ্য-বিহীন নরনারীর অনুকরণ বিধায়ক ক্ষণস্থায়ী নৃত্য-সঙ্গীতে বাস্তবিকই তৃপ্তি পাই না। জ্ঞানবান ভ্রাতঃ! তুমি কি ছেলেদের লাঠিম-খেলায় এবং আধ-পাগলাদের বাঁদর-নাচান তামাসায় তৃপ্ত হও? বলিতে বলিতেই দেখা গেল এম্‌বুলেন্স-ওয়ালারা ষ্ট্রেচারে করিয়া এক যক্ষ্মারোগী ডাক্তার-খানায় লইয়া চলিল। আন্‌ছার রোগী-দর্শনে ডাক্তার-খানায় ছুটিল। গ্রেজুয়েট ওমর ফায়েকও তাহার সঙ্গে চলিল।

যক্ষ্মা-রোগী বাইশ বৎসরের যুবক। তখনও ল-ষ্টুডেণ্ট। পিতা অশীতিপর বৃদ্ধ—ঘন শ্বেত শ্মশ্রুতে উন্নত চেহারা। ছেলের নামে কতকগুলি ইন্‌সিউরেন্স কোম্পানীর চিঠি। তারপর বৃদ্ধ পিতা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া মুমূর্ষু পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—প্রাণাধিক পুত্র, অধ্যয়নের টাকা বাঁচাইয়া জীবন বীমা করিয়াছ, কিন্তু আমি যে তোমার জীবন বাঁচাবার আর কোনও উপায় দেখিতেছি না।

আধুনিক ওমর ফায়েক দেখিতে পাইল পিতার অর্থে বীমা করা যক্ষ্মা রোগী যুবক আধুনিকতায় তাহার চেয়েও অনেক অগ্রসর ও 'ফায়েক'। কিন্তু আনছার শান্তভাবে বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিয়া আল্লাহর দরগাহে দোয়া করিতে পরামর্শ দিল। ওমর ফায়েক দোয়াতে কি হইবে এই ভাবিয়া আরও অবাক হইয়া রহিল।

তারপর দেখিতে দেখিতে আকাশ হইতে অগ্নি-গোলা বর্ষিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ দেখিল কি ভীষণ আজাব! সম্মুখে মৃত্যুমুখী একমাত্র পুত্র অসহায় পড়িয়া। তারপর বৃদ্ধ আকাশে হাত তুলিয়া গদ গদ চিত্তে আল্লাহর দরগাহে পানা চাহিল। তারপর দেখিতে পাইল শূন্য হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারিজন নাজী সেপাই জমীনে পড়িল। সকলে ভয়ে জড়সড়। কিন্তু নাজী-সেপাই হাঁপাতে হাঁপাতে বন্দুক লেবাস দূরে ফেলিয়া 'পানি, পানি, প্রাণ গেল' বলিতে বলিতে বেহুস হইয়া মৃতের মত মাটীতে পড়িয়া রহিল।

ওমর ফায়েক আল্লাহর আজাব ও আল্লাহর রহমত উভয়ই প্রত্যক্ষ করিল। তারপর আল্লাহর আজাব চারিদিকে চলিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

—মতিন।

ফুটন্ত ফুল *

১। আমাদের এ হৃদয় বাগে
ফুটল যে ফুল
সুন্দর হতে সুন্দর তাহা,
নেইক তাহার তুল।

২। ছেলে বেলা খেলা ঘরে,
বাবা দিতেন এনে,
ভাইজান দিতেন, বোন দিতেন
কত পুতুল কিনে।

৩। পাইনি কিন্তু কোথাও আমি
এমন উপহার,
যেন চিত্রকরের ছবি আঁকা,
এ দান বিধাতার।

৪। কিবা দিব প্রতিদান
কিছু নাহি পাই,
সেই অসীমের কাছে আমি
আরও কিছু চাই।

৫। যশঃ গাথা ইমান আর
গৌরব দিন এরে।
দয়া দিন, মায়া দিন,
ধন তার পরে।

বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি আর
যত অলঙ্কার,
করুণা করিয়া দিন
জেয়ারে আমার।

জীবন পথে লভি খোদা
তোমারই শরণ।
তোমার লাগিয়া হউক
জীবন মরণ।

আমেনা খাতুন, কলিকাতা

---

* [স্নেহের জেয়াউল হক্‌-এর জন্ম উপলক্ষে লিখিত]

জগৎ আমাদের

তবলীগ-ডে বা প্রচার-দিবস

ঢাকা—২রা মার্চ্চ, রবিবার খোদার ফজলে ঢাকায় তবলীগ-দিবস সুচারুরূপে প্রতিপালিত হইয়াছে। ঢাকা সহরের জগন্নাথ হল, ঢাকা হল, ইণ্টারমেডিয়েট হোষ্টেল, ইঞ্জিনিয়ারিং হোষ্টেল, নিউটাউন, ওয়ারি, আরমানিটুলা প্রভৃতি মহল্লায় হিন্দু ভ্রাতাগণের মধ্যে "Why I believe in Islam", Short Life of the Promised Messiah", "হজরত মোহাম্মদ ও স্বর্গ-বিজয়", "মহানবী হজরত মোহাম্মদ", "হায় নাদির শাহ কোথায় গেল", "তিনিই আমাদের কৃষ্ণ" প্রভৃতি ট্রাক্ট বিতরণ করা হইয়াছে এবং কতিপয় বিশিষ্ট উচ্চ-পদস্থ ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করিয়া ইসলাম ও আহমদীয়তের বাণী প্রচার করা হইয়াছে। হিন্দু ভ্রাতাগণ অতি আগ্রহ সহকারে ট্রাক্ট গ্রহণ করিয়াছেন এবং আমাদের কথা শুনিয়াছেন। আহমদীয়া সম্প্রদায়ের কথা শুনিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ এরূপ অভিমতও প্রকাশ করিয়াছেন যে, জগতের বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য আহমদীয়তেরই আবশ্যক। মৌলবী আবদুস্ সাঈদ সাহেব—পোষ্ট মাষ্টার, মৌলবী আবদুর রাহমান খাঁ বি-এল ও হেকীম সাজেদুর রাহমান সাহেব—নিউ-টাউন, ওয়ারী ও আরমানিটুলাতে, হেকীম শাহ আবদুল বারী সাহেব চক বাজারে, হেকীম আতাউল্লাহ সাহেব ও আবদুর রশীদ সাহেব পাঞ্জাবী ইসলামপুরে, মিষ্টার আহ্‌সনউল্লাহ চৌধুরী জগন্নাথ হলে, মিষ্টার নবীযুল হক ঢাকা ইণ্টারমেডিয়েট ও ইঞ্জিনিয়ারিং হোষ্টেলে এবং মিষ্টার মোস্তাফা আলী ঢাকা হলে তবলীগ করিয়াছেন। শেষোক্ত ভ্রাতা-ত্রয় এখন ফাইনেল পরীক্ষা দিতেছেন; তথাপি তাঁহারা হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আইঃ) আহ্বানে সাড়া দিয়া নিজেদের মূল্যবান সময় কোরবানি করতঃ ইসলাম প্রচারে বাহির হইয়াছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদিগকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং তবলীগডের এই কার্য্যকে সুফল-প্রসূ করুন—আমীন।

সরাইল—সরাইল আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার সেক্রেটারী মাষ্টার আবদুল মোতালেব সাহেব জানাইয়াছেন যে, উক্ত তবলীগ দিবসে তিনি কালিকচ্ছ, কুট্টাপাড়া, উছলিয়া পাড়া ইত্যাদি গ্রামে ভ্রমণ করিয়া মৌখিক ভাবে এবং ট্রাক্ট বিতরণ করিয়া তবলীগ করিয়াছেন। "যুগাবতার", "তিনিই আমাদের কৃষ্ণ" এবং কতিপয় হিন্দি বিজ্ঞাপন বিতরণ করিয়াছেন। বাবু অশ্বিনী কুমার রায় বি-এ, বাবু হেমেন্দ্র চন্দ্র সিংহ রায় বি-এ, বাবু ফনীন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জ্জি, বাবু প্রশান্ত কুমার চাটার্জ্জি, বাবু নৃপেন্দ্র কুমার কাব্যতীর্থ, হরেন্দ্র চন্দ্র আচার্য্য এবং সরাইল পোষ্ট অফিসের মাষ্টার প্রমুখ ১৮ জন হিন্দু ভদ্রলোককে তিনি ইসলামের আহ্বান পৌছাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত আঞ্জোমনের প্রেসিডেণ্ট মৌলবী মীর সিদ্দিক আলী সাহেব আরো ৫ জন হিন্দু ভদ্রলোককে তবলীগ করিয়াছেন। আল্লাহতা'লা তাঁহাদের কার্য্যে সুফল প্রদান করুন—আমীন।

গাইবান্ধা—স্থানীয় জমায়াতে আহমদিয়ার সেক্রেটারী সাহেব জানাইয়াছেন যে তাহাদের প্রচেষ্টায় গাইবান্ধার ইছলামীয়া হাইস্কুল প্রাঙ্গনে গত ২রা মার্চ্চ রবিবার অমুসলমানগণের জন্য তবলীগ দিবস উপলক্ষে উক্ত বিদ্যালয়ের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার দত্তমুন্সী এম, এ, বি, টি, মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় স্থানীয় উচ্চ নীচ সকল প্রকার অমুসলমান জন সাধারণ উপস্থিত হইয়া বিশেষ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত বক্তাগণের বক্তৃতা শ্রবণ করেন। সভায় স্থানীয় এবং দূরস্থ মুসলমান জনসাধারণও যোগদান করিয়াছিলেন। প্রাদেশিক আঞ্জোমানের সুযোগ্য আমীর বালিন ও লণ্ডন প্রত্যাগত অবসরপ্রাপ্ত হেড্‌মাষ্টার খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী বি, এ, বি, টি, সাহেব বর্ত্তমান জগতের সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধে দুই ঘণ্টা ব্যাপি এক সুচিন্তিত বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে ইছলামীক বিধান অনুযায়ী সামাজিক জীবনের ক্রম পরিবর্ত্তনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অমুসলমানগণ যে পরোক্ষভাবে ইছলামিক বিধানের অনুমোদন করিতেছেন তজ্জন্য তাহাদিগকে প্রকাশ্যতঃ এবং প্রত্যক্ষভাবে ইছালাম অর্থাৎ আপনাদিগকে সম্পূর্ণ ভাবে ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া প্রকৃত ভগবৎ প্রেমলাভ করিবার জন্য আহ্বান করেন। ভরতখলির ধর্ম্ম-প্রাণ উৎসাহী সাবরেজিষ্ট্রার মৌলবী আবুল হোছেন সাহেব আল্লামা মৌলনা জিল্লুর রহমান সাহেবের "ধর্ম্মে সাম্রাজ্যবাদ" নামক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার দ্বারা "যত মত তত ধর্ম্ম" এই মতটীর অসারতা প্রমাণ করেন এবং ইছলাম ভিন্ন অর্থাৎ সকল প্রকার অনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ ভাবে ভগবৎ প্রেরিত যুগাবতার কল্কির নির্দ্দেশ মত ভগবানে আত্ম-সমর্পণ ভিন্ন মুক্তি এবং ভগবৎ-প্রেম লাভ অসম্ভব ইহা প্রচার করেন। সুযোগ্য আমীর সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণান্তে জনৈক হিন্দু ভ্রাতা সামাজিক বিধানের পরিবর্ত্তনের সহিত প্রকৃত ধর্ম্ম লাভের কোন সম্বন্ধ নাই এই মত প্রকাশ করিয়া একটী বক্তৃতা করেন। স্থানীয় আহমদিয়া জমাতের প্রেসিডেণ্ট মৌলবী আব্দুস্ ছোবান সাহেব তৎসম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়া সমাগত বন্ধুগণের আপত্তি খণ্ডন করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষনে এইরূপ সভার পুনঃ পুনঃ অধিবেশনের উপকারিতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন এবং সুযোগ্য আমীর সাহেবের বক্তৃতার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আনন্দ প্রকাশ করেন। অতঃপর মৌলবী আব্দুস ছোবান সাহেব সভাপতি মহাশয়কে এবং উপস্থিত জন-মণ্ডলিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং দোওয়ার পর সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

দেবগ্রাম-খরমপুর—স্থানীয় আঞ্জোমনের প্রেসিডেণ্ট সাহেব জানাইয়াছেন যে, গত ২রা মার্চ্চ রবিবার দিন উক্ত আঞ্জোমনের প্রায় সকল মেম্বারই তবলীগ করিয়াছেন। মৌলবী

জয়নাল হুসেন খাঁ সাহেব আখাউড়া বাজারে পুস্তক পুস্তিকা বিতরণ করিয়া তবলীগ করিয়াছেন। মৌলবী আবদুল মালেক খাদিম সাহেব রাধানগর গ্রামে থাকিয়া বহু হিন্দুকে বিজ্ঞাপন ও পুস্তকাদি বিতরণ-করতঃ তবলীগ করিয়াছেন। চৌধুরী মনজুরুল হক সাহেব নওয়াদিল ও আমোদাবাদ যাইয়া শিক্ষিত হিন্দু-ভদ্রলোকদিগের মধ্যে হেণ্ডবিল বিতরণ করিয়াছেন। চৌধুরী মহ্‌বুবুর্‌রাহমান ও ফজলুর রাহমান খাদিম সাহেব যথাক্রমে দুর্গাপুর ও আখাউড়া বন্দরের পাট কোম্পানীতে যাইয়া তবলীগ করিয়াছেন। উক্ত আঞ্জোমনের প্রেসিডেণ্ট সাহেব রেলওয়ে জংশনে থাকিয়া বিজ্ঞাপন ও পুস্তকাদি বিতরণ করিয়া এবং মৌখিক আলাপ আলোচনা দ্বারা তবলীগ করিয়াছেন। মুন্সী আবদুল বারিক সাহেব উৎসাহের সহিত হিন্দুদিগকে তবলীগ করিয়াছেন। জেলা আমীর মাননীয় মৌলবী গোলাম ছামদানী খাদিম সাহেবও তবলীগ কার্য্যে তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন স্কুলছাত্র মাষ্টার ছালাউদ্দিন চৌধুরী ও বালক বসির উল্লা খাঁ বাড়ী হইতে ৫ মাইল দূর আগরতলা সহরে হাটিয়া যাইয়া বহু হিন্দু-ভদ্রলোককে বিজ্ঞাপন ও পুস্তকাদি বিতরণ করতঃ উৎসাহের সহিত তবলীগ করিয়াছেন। "তিনিই আমাদের কৃষ্ণ" নামক পুস্তিকা খানা পাঠ করিয়া বহু শিক্ষিত হিন্দু-ভদ্রলোক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। উক্ত পুস্তিকা খানা বহুল পরিমাণে বিতরণ করা একান্ত দরকার। তাহাদের চেষ্টায় খোদার কৃপায় সেইখানে তবলীগের আছর ভালই পড়িয়াছে।

অন্যান্য স্থানে তবলীগ—উপরোল্লিখিত স্থানের তবলীগের সংবাদ ব্যতীত বর্দ্ধমান জেলায় বার্ণপুর, বাখরগঞ্জ জেলায় পাটুয়াখালী ইত্যাদি বিভিন্ন জেলার নানাস্থানে বিগত ২রা মার্চ্চ 'তবলীগডে' উপলক্ষে আহ্‌মদীয়া জমাতের বন্ধুগণ তবলীগ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। আল্লাতা'লা তাহাদের চেষ্টায় বরকত দিন এবং তাহাদিগকে যথোচিতভাবে পুরস্কৃত করুন—আমীন!

গ্রাম্য জমাতে পাঠশালা স্থাপন

যে-সকল গ্রামে যথেষ্ট সংখ্যক আহমদী আছেন এবং সেখানকার আহমদীগণ নিজেদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষার জন্য এরূপ পাঠশালার অভাব অনুভব করিতেছেন যাহাতে 'এল্‌ম' বা বিদ্যাও অর্জ্জন করিতে পারে এবং কৃষি ও শিল্প কার্য্যও শিক্ষা করিতে পারে, তাহাদের জন্য হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) দুই বৎসর যাবৎ এক স্কীম কল্পনা করিয়াছেন এবং সেই স্কীমের অধীনে কতিপয় যুবককে "গ্রাম্য শিক্ষকের" ট্রেনিং প্রদান করা হইয়াছে। এই যুবকগণ এখন ট্রেনিং হইতে ফারেগ হইতেছেন। যে-সকল বন্ধু বা জমাত এরূপ পাঠশালা খুলিতে চাহেন তাহারা নিজ নিজ দরখাস্ত সত্বর তাহরিক-জদীদের সেক্রেটারী-ইন্‌চার্জের খেদমতে পেশ করুন। শর্ত্ত নিম্নলিখিত রূপ :—

(১) এরূপ বন্ধু বা জমাত অন্ততঃ ৮ 'ঘোমাও' (প্রায় এক দ্রোণ) ভূমি কাদিয়ানের সদর আঞ্জোমনে আহমদীয়ার ছিগা তাহরিক জদীদ-এর নামে 'হেবা' (দান) করিয়া দিবেন যেন শিক্ষক এই ভূমি দ্বারা নিজ জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া লইতে পারেন এবং তাহার জন্য কোন মাসিক বৃত্তির প্রয়োজন না হয়।

(২) যদি কোন জমাত উপরুক্ত শর্ত্ত পূর্ণ করিতে না পারেন, অথচ শিক্ষকের খুব প্রয়োজন অনুভব করেন, তবে যতটুক ভূমিই দিতে পারেন তাহা জানাইবেন, হজরত আমীরুল-মোমেনীন মঞ্জুর করিলে সেখানে পাঠশালা খোলা যাইবে, নতুবা অন্য কোন সময় ইহার প্রতি খেয়াল রাখা যাইবে।

তপছীরে-কবীরের গ্রাহকগণের প্রতি

হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) প্রণীত কোরান শরীফে তফ্‌ছির, যাহার জন্য বন্ধুগণ দীর্ঘকাল যাবৎ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, খোদাতালার ফজলে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া বর্ত্তমানে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত আছে। যাহারা এখনো ইহা ক্রয় করিবার জন্য কোন অর্ডার প্রেরণ করেন নাই তাহারা সত্বর অর্ডার প্রেরণ করুন এবং যত কপির আবশ্যক তাহার মূল্য (প্রতি কপির) অগ্রিম পাঠাইয়া দিন, যেন এরূপ না হয় যে, পাছে এই অমূল্য ধন হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যান। এখন অতি অল্প সংখ্যক মাত্র বাকী আছে। জমাতের লোক সংখ্যার অনুপাতে তাহা কিছুই নহে। অতএব প্রার্থীগণ সত্বর কাদিয়ানের তাহরিকজদিদের সেক্রেটারী ইন্‌চার্জ মহোদয়ের নিকট আবেদন করুন।

হিটলারের উদ্দেশে গ্রীক্ সাংবাদিকের খোলা চিঠি

"জোহিয়েরিণ" নামক গ্রীসের সংবাদ পত্রটিতে ইহার স্বত্বাধিকারী মঃ ভ্লাকোস্ হিটলারের উদ্দেশে সম্প্রতি একটি খোলা-চিঠি লিখিয়াছেন। এই চিঠিটা সারা গ্রীসকে চমকিত করিয়াছে। নিম্নে ইহার সারাংশ উদ্ধৃত হইল :—(সঃ, আঃ)।

"আপনি জানেন, গ্রীস এই যুদ্ধ হইতে বাহিরে থাকিতে চাহিয়াছে। পৃথিবীর এই কোণটিতে শান্তিতে বাস করাই গ্রীকদের একমাত্র কামনা ছিল। গ্রীসের ভৌগলিক অবস্থানই এইরূপ যে, স্থলপথে জার্ম্মাণী বা জলপথে ব্রিটেন, কাহাকেও তাহার শত্রু করা চলে না।"

'শান্তিতে বাস করার সংকল্প ব্যতীত গ্রীসের দুইটি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিও ছিল—একটি ইতালী ও অন্যটি ব্রিটেনের কাছ হইতে। কিন্তু ইতালীর আক্রমণ আসন্ন জানিতে পারিয়াও প্রথমে সে কিন্তু ব্রিটেনের সাহায্য প্রার্থনা করে নাই—আপনারই (হিটলার) সাহায্য চাহিয়াছিল, আপনি গ্রীসকে রক্ষা করুন এই প্রার্থনাই জানাইয়াছিল। আপনি ইহার কি জবাব দিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত সংবাদ আমি জানি না। কিন্তু ভূতপূর্ব্ব গ্রীক নেতা জেনারেল মেটাকসাসের নিজ মুখ হইতে শুনিয়াছি যে, জার্ম্মাণী আমাদের অন্যপক্ষের ক্রোধোদ্দীপক কিছু না করিতে—বিশেষ করিয়া সৈন্য সমাবেশ না করিতে—উপদেশ দিয়াছিল। এই পরামর্শ অনুসারে আমরা ক্রোধোদ্দীপক সর্ব্বপ্রকার কার্য্য হইতে বিরত থাকি।'

'অতঃপর পরম্পর ইতালীয়েরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিল। এ অবস্থায় গ্রীস কি করিবে? তাহার না আছে নৌবাহিনী, না আছে বিমান বহর, না আছে পণ্যসামগ্রী বা অর্থ, সুতরাং গ্রীস তাহার প্রতিশ্রুতিদাতাদের অন্যজনের শরণাপন্ন হইল—ব্রিটেনের সাহায্যে প্রার্থনা করিল। ব্রিটেন নিজেই তখন জার্ম্মাণ বিমানের বোমাবর্ষণে বিব্রত, কিন্তু তবু সে আমাদের সাহায্যে অগ্রসর হইল।'

'অতঃপর কি হইল, আপনি তাহা জানেন না জগতই তাহা জানে। ক্ষুদ্র দুর্ব্বল গ্রীস, ইতালীকে পরাজিত করিতেছে। এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আলবেনিয়ার রণক্ষেত্রে সাহায্যার্থ একজন ব্রিটিশ সৈনিককেও ডাকা হয় নাই—গ্রীকগণই লড়িতেছে।'

'আপনি নিজেই বলিয়াছিলেন যে, স্যালোনিকায় ব্রিটিশ সৈন্য অবতরণ না করিলে ইতালী ও গ্রীসের যুদ্ধে আপনি কোনওরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না, অথচ শুনা যাইতেছে যে, জার্ম্মাণী গ্রীস আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে। ইহার কারণ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? যদি প্রথম হইতেই গ্রীস আক্রমণ অক্ষশক্তির স্বার্থের অনুকূল মনে করা হইত, তবে জার্ম্মাণী ইতালীর সহিত একযোগেই গ্রীস আক্রমণ করিত। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, পূর্ব্বে ইহাকে অ্যাকসিসের পক্ষে প্রয়োজনীয় মনে করা হয় নাই। তবে এখন কেন হইল?'

সম্ভবতঃ আলবেনিয়ার রণক্ষেত্রে ইতালীয়দের মুখরক্ষা করিবার জন্যই গ্রীসের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণীর এই সমরোদ্যোগ। কিন্তু জার্ম্মাণীকর্ত্তৃক গ্রীসের আক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা কি নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়া যাইবে না যে, ইতালী গ্রীসের হস্তে সত্যসত্যই পরাজিত হইয়াছে। সাড়ে চার কোটি ইতালীয় সৈন্য ৫০ লক্ষ গ্রীক সৈন্যের দ্বারা পরাজিত হইয়া সাড় আট কোটি জার্ম্মাণী সৈন্যের সহায়তা প্রার্থনা করিলে ইতালীর গৌরব বৃদ্ধি হইবে না।'

সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইতেছে যে, আপনি (হিটলার) গ্রীস আক্রমণ করিবেন। এইরূপ জঘন্য আক্রমণের দ্বারা জার্ম্মান সৈন্য নিজ কীর্ত্তি কলঙ্কিত করিবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। যদি আপনার সৈন্যদের সম্মুখীন হইবার জন্য পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীর পরিবর্ত্তে আমরা ইতালীর সহিত যুদ্ধে আহত পদহীন, বাহুহীন, রুধিরাক্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ২০ হাজার লোককে পাঠাইয়া দেই, তবে কি হইবে?'

'ইহাদের গায়ে অস্ত্রাঘাত করিতে হইলে যতটা বর্ব্বর হইয়া প্রয়োজন কোনও সৈন্যবাহিনীই কি অতটা বর্ব্বর হইবার পারিবে?''

আমেরিকা হইতে অপরিমিত সাহায্য

'ঋণ ও ইজারা'' আইনের নৈতিক এবং রাজনৈতিক তাৎপর্য্য অপেক্ষাও অর্থনৈতিক তাৎপর্য্য অধিক। এই আইন অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র সৈন্যবিভাগের জন্য নির্দ্দিষ্ট যুদ্ধসম্ভার হইতে মোট ১৩০ কোটি পাউণ্ড মূল্যের এরোপ্লেন, জাহাজ, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধ সামগ্রী ব্রিটেনে পাঠাইবে। ইহা ছাড়া প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কংগ্রেসের নিকট আরও ঋণগ্রহণের দাবী করিতে পারিবেন। ওয়াসিংটনের সংবাদে প্রকাশ, ব্রিটেনের সাহায্যার্থে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট শীঘ্রই ৭০০ কোটি ডলার ঋণগ্রহণের প্রস্তাব করিবেন। কি পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করা যাইবে এবং কি পরিমাণ পণ্যাদি ব্রিটেনে চালান দেওয়া চলিবে তাহার কোনও পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সুতরাং ব্রিটেন আমেরিকা হইতে অপরিমিত যুদ্ধ সামগ্রী পাওয়ার আশা করিতে পারে। তবে শুধু যুদ্ধ সামগ্রীই নহে, সর্ব্বপ্রকার কাঁচা ও অর্দ্ধ সমাপ্ত মাল এবং কৃষিপণ্য প্রেরণ করিয়াও আমেরিকা ব্রিটেনকে সাহায্য করিবে।

(২)

এই সকল মাল আমেরিকা নিজেই পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে। সুতরাং জাহাজের ব্যবস্থা সম্বন্ধেও আমেরিকা শীঘ্রই কোনও নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে। ইহাতে ব্রিটেনের জাহাজের উপর চাপ কমিবে।

জার্ম্মানীতে ভারতীয় বন্দী

রেডক্রস্‌ কর্ত্তৃক খাদ্য ও বস্ত্র প্রেরণের ব্যবস্থা

জার্ম্মানীতে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা কত এখনও সে সম্পর্কে কোনও সরকারী হিসাব প্রকাশিত হয় নাই, তবে বে-সরকারী সংবাদে জানা যায় যে, ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৩০০ শত হইবে। ইহাদের জন্য খাদ্যপ্রেরণের জন্য ব্রিটিশ রেডক্রস্‌ সোসাইটির অধীনে মিসেস ডেলরিম্পেল কোর্লি উডে বাণ্ডিল বাঁধিবার একটি কেন্দ্র গঠন করিয়াছেন। এইখান হইতে খাদ্যাদি বাণ্ডিলে পূর্ণ করিয়া ভারতীয় বন্দীদের জন্য জার্ম্মানীতে প্রেরণ করা হইবে।

ইতিমধ্যেই রেডক্রস্‌ সোসাইটি বন্দীশিবিরে খাদ্য এবং বস্ত্রের বহু বাণ্ডিল প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আমেরিকায় ভারতীয় প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষের উপর রাশিয়ার লোভ?

বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারী ওয়াশিংটন হইতে বিশেষ সংবাদদাতা বিমান ডাকযোগে জানাইতেছেন যে, মিঃ মলোটোভ জার্ম্মানীতে হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়ার পর হইতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও আমেরিকার সংবাদপত্রগুলি নানারূপ জল্পনা-কল্পনা করিতেছে। ভারত মহাসাগরে একটি বন্দর লাভের জন্য রাশিয়া বহু দিন ধরিয়াই উদগ্রীব হইয়া আছে। সুতরাং মনে হয়, রাশিয়া জার্ম্মানীকে বিভিন্ন প্রকারের সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহার বদলে ভারতবর্ষ, ইরাক এবং ইরাণ সম্বন্ধে জার্ম্মানীর সহিত কোনও একটা বোঝাপড়া করিয়া আসিয়াছে।

সর্ব্বদা ক্ষমা-প্রার্থনা কর এবং সততা ও সত্যবাদিতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাক *

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সানি (আইঃ)

আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে কেবল মুখের দাবীতে কেহ ছাহাবী (নবীর সহচর) হইতে পারে না। ছাহাবী হইবার জন্য সত্যপরায়ণ হওয়া একান্ত আবশ্যক। পয়গামীগণের মধ্যে † অনেক আছে যাহারা হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) ছাহাবী হইবার দাবী করে, কিন্তু তাহারা সর্ব্বদাই আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করিয়া আসিতেছে। অতএব স্মরণ রাখা উচিত যে, শুধু নবীর ছোহ্‌বত্‌ বা সাহচর্য্য লাভ করাই যথেষ্ট নহে। শুধু নামের ছাহাবী, নামের আহমদী বা নামের মোসলমান হইয়া কোন লাভ নাই, যদি হৃদয়ে প্রকৃত খোদা-ভীতি সৃষ্টি না হয়। মানুষের সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত থাকা উচিত যে, না-জানি কখন কোন অপরাধে সে আজাবগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

খুব স্মরণ রাখিও, মূলই হইল তাক্‌ওয়া বা খোদা-ভীতি। সর্ব্বদা হৃদয়ে খোদাতালার ভয় জাগ্রত থাকা উচিত। যে-হৃদয়ে খোদা-ভীতি নাই সে অহঙ্কারী। মনে মনে এরূপ ভাবা—আমি খুব নামাজ পড়ি, চাঁদা দেই, রোজা রাখি—বড় ভয়ঙ্কর কথা। যাহারা এরূপ ভাবে, তাহাদের পরিণাম সর্ব্বদাই মন্দ হইয়া থাকে। আমি এক ব্যক্তির কথা জানি। সে হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) ছাহাবী ছিল, কিন্তু নামাজ পড়িত না এবং চাঁদাও দিত না। যখন তাহাকে বলা হইত, কেন নামাজ পড় না, বা চাঁদা দেও না? তখন সে বলিত, "আমরা বহু নামাজ পড়িয়াছি, বহু চাঁদা দিয়াছি, খোদাতা'লার ধনাগার ভরিয়া দিয়াছি; এখন আর আমাদের নামাজ পড়িবার বা চাঁদা দিবার আবশ্যক নাই।" এই রকমের ধারণা লোকের মনে তখনি সৃষ্টি হইতে পারে, যখন মানুষ তাহার নামাজ পড়া বা চাঁদা দেওয়াকে খোদার প্রতি এক 'এহসান' বা অনুগ্রহ মনে করে এবং সে ভাবে যে, সে খোদার প্রতি যথেষ্ট 'এহসান' করিয়াছে, আর কত করিবে। অথচ পুণ্য কাজ করার সুযোগ লাভকেই তাহার প্রতি খোদার এক অনুগ্রহ মনে করা উচিত ছিল এবং এরূপ মনে করিলে সে কখনো এই সকল পুণ্য কাজ বন্ধ করিত না, কেননা কোন ব্যক্তি নিজের প্রতি অনুগ্রহের দ্বার কখনো বন্ধ করিতে চায় না।

এখন আমার বক্তব্য এই যে, এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদের জমাতের লোকদের সাবধান ও সতর্ক হওয়া উচিত এবং আল্লাহতালার সমীপে অবনত হইয়া সর্ব্বদা এস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। আল্লাহতালার সহিত বান্দার সম্পর্ক বড়ই নাজুক (delicate) সম্পর্ক। কারণ এক পক্ষ হইতে কেবল অনুগ্রহই অনুগ্রহ, এবং অপর পক্ষ হইতে কেবল অকৃতজ্ঞতাই অকৃতজ্ঞতা। মানুষ যতই নামাজ পড়ুক, যতই রোজা রাখুক, যতই হজ্জ করুক, যতই জাকাৎ দেউক, আর যতই জেক্‌রে-এলাহী বা আল্লাহর নাম স্মরণ করুক তথাপি সে আল্লাহতা'লার 'এহসান' বা অনুগ্রহ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। এক দিক দিয়া কেবল অনুগ্রহই অনুগ্রহ, আর এক দিক দিয়া কেবল ত্রুটিই ত্রুটি। এরূপ অবস্থায় যদি বান্দার মনে বিন্দু মাত্রও অহঙ্কার সৃষ্টি হয় তবেই সর্ব্বনাশ।

এই সকল লোকের দৃষ্টান্ত আমাদের জন্য 'ইবরত' বা সতর্কতা অবলম্বনের স্থল। ইহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদের সাবধান হওয়া উচিত এবং আল্লাহতালার সমীপে এস্তেগফার করিতে থাকা উচিত। অজ্ঞ আপত্তিকারিগণ প্রশ্ন করিয়া থাকে, "মোহাম্মদ (ছাঃ) কি পাপী ছিলেন যে, তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন?" তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত। আল্লাহতালার সমীপে বান্দার মকাম বা positionই এস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনায় কেহ যতই কোরবানী, যতই এবাদত করুক না কেন, তাহার কাজ আল্লাহতালার অনুগ্রহের নীচেই থাকে।

অতএব যে-ব্যক্তি যত অধিক এস্তেগফার করে সে ততই খোদাতা'লার 'শান' বা মর্য্যাদা উপলব্ধি করে এবং ততই সে তাঁহার 'ফরমাবরদার' বা অনুগত হয়। সুতরাং প্রতি মুহূর্ত্তে এস্তেগফার করিতে থাক, তৌবা (পাপের জন্য অনুতাপ ও পুণ্যের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন) কর এবং পয়গামীদের অবস্থা দেখিয়া 'ইবরত' বা সতর্কতা অবলম্বন কর। হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) ছাহাবী হওয়া সত্ত্বেও ইহারা 'তাকওয়া' বা খোদা ভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। তাহাদের অবস্থা এরূপ কেন হইল? এই জন্যই যে, তাহাদের পক্ষ হইতে কোন প্রচ্ছন্ন গুস্তাখী বা অবাধ্যতা হইয়াছে, এবং তদ্দরুন তাহারা আল্লাহতালার 'মুছব্বত' বা সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। স্মরণ রাখিও, এরূপ বিপদে পতিত হইবার বা বিভ্রান্ত হইবার আশঙ্কা তোমাদেরও আছে এবং আমারও আছে। অতএব এস্তেগফার করিতে থাক এবং আল্লাহতা'লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে থাক, যেন তিনি এরূপ দুরাবস্থা হইতে বাচাইয়া রাখেন এবং সর্ব্বদা নিজ আশ্রয়ে রাখেন—আমান।

---

* ২১শে তবলীগ, ১৩২০ হিঃ শাঃ মোতাবেক ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১, তারিখের খোৎবার সারমর্ম্ম।

† অর্থাৎ যাহারা হজরত মসিহ মাউদকে (আঃ) ও তাঁহার প্রথম খলিফাকে স্বীকার করে কিন্তু বর্ত্তমান খলিফাকে মানে না। সঃ আঃ

পল্লী সংস্কার

সম্প্রতি বাংলা গবর্ণমেণ্টের পল্লী-সংস্কার বিভাগের (Rural Reconstraction Department) ডিরেক্টর বাহাদুর পল্লী-উন্নয়ন সম্বন্ধে একখানা বুলেটিন প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, উৎকৃষ্টতর গৃহ, উৎকৃষ্টতর গ্রাম, সৃষ্টি করা এবং গ্রামবাসীদের আর্থিক, শারীরিক নৈতিক ও মানসিক উন্নতি-সাধনই এই রুরেল-রিকনষ্ট্রাক্‌সন বা পল্লী-সংস্কার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। তিনি আরো বলেন, এই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা নূতন জাগরণ, একটা নূতন আগ্রহ সৃষ্টি করিতে হইবে—তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে উন্নতির আকাঙ্খা জাগ্রত করিতে হইবে—আত্ম-সম্মান-জ্ঞান, আত্ম-নির্ভরশীলতা ও আত্ম-সাহায্যের ভাব সৃষ্টি করিতে হইবে—পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া সমবায় নীতিতে কাজ করিবার অনুভূতি জন্মাইতে হইবে—তাহাদের মধ্যে উন্নত জীবন যাপন করিবার আগ্রহ সৃষ্টি করিতে হইবে, তাহাদের Standard of living বা জীবন-প্রণালী উন্নত-স্তর করিতে হইবে। আর্থিক উন্নতি করিতে হইলে সুস্থ দেহের আবশ্যক, আবার সুস্থ দেহ লাভ করিতে হইলে অর্থেরও আবশ্যক। অতএব এই উভয় কাজই এক সঙ্গেই আরম্ভ করিতে হইবে। সুতরাং পল্লী সংস্কার বিভাগ যে-কাজে হাত দিয়াছেন তাহা অতি গুরু ও কঠিন। এই কার্য্যে জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সুধী জনসাধারণের আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগের একান্ত আবশ্যক। গ্রামবাসীগণকেও তাহাদের নিজ নিজ কর্ত্তব্য ও দায়ীত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। একতাই যে বল, এই মহা-সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া সকলে একতাবদ্ধ হইয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে এবং একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গবর্ণমেণ্ট একা তাহাদের মধ্যে উন্নতি আনয়ন করিয়া দিতে পারে না, যদি তাহারা স্বয়ং উঠিয়া পড়িয়া না লাগে।

আমরা গবর্ণমেণ্টের এই শুভ প্রচেষ্টা দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আশা করি, বাংলার জন-সাধারণ ও সুধী সমাজ এই প্রকৃত হিতের কার্য্যে গবর্ণমেণ্টকে যথাসাধ্য সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করিবেন এবং প্রার্থনা করি, বাংলার গ্রামে গ্রামে এই পল্লী-মঙ্গল সমিতি গড়িয়া উঠিয়া বাংলার শ্রীবৃদ্ধি করুক—আমীন।

আহমদীর গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের খেদমতে

বিনীত নিবেদন এই যে, আহমদীর-গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে তাঁহাদের দেয় চাঁদা সত্বর আদায় করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ তাকিদ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পত্রিকায় নোটিশ প্রকাশিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক গ্রাহক-গ্রাহিকার খেদমতে পৃথক চিঠিও প্রেরণ করা হইয়াছে। ফলে অনেক গ্রাহক-গ্রাহিকা তাঁহাদের দেয় চাঁদা আদায় করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্‌ তা'লা তাঁহাদিগকে উত্তম প্রতিদান দিন—আমীন। কিন্তু অনেকের চাঁদা এখনো বাকী আছে। তাঁহাদের খেদমতে নিবেদন এই যে, তাঁহারা যদি পনরই মে মধ্যে নিজ নিজ চাঁদা আদায় করিয়া না দেন তবে ১৫ই মে সংখ্যা তাঁহাদের নামে ভি, পি, করা হইবে। আশা করি, ভি, পি, করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা নিজ নিজ দেয় চাঁদা আদায় করিয়া দিবেন।

প্রকাশ থাকে যে, কন্‌সেসন বা রেহাই-এর মেয়াদ ৩০শে অপ্রিল অন্ত হইয়া যাইবে। সঃ আঃ

পশ্চিম-বঙ্গ আহমদীয়া কন্‌ফারেন্স

আগামী ১০ই ও ১১ই মে, ১৯৪১, তারিখে ভরতপুরে (মুর্শিদাবাদ) পশ্চিম-বঙ্গ আহমদীয়া কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হওয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতে সুবিজ্ঞ বক্তাগণ উক্ত কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিবেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার আমীর খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব, যিনি বর্ত্তমানে কাদিয়ান আছেন, উক্ত কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published & Edited by Abdur Rahman Khan B. A. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).